25

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...MAY 30 1999
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৪

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাইয়ের প্রাথমিক স্তর হইল প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা। আমাদের শিক্ষানীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার শেষ ধাপে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভিত্তিক এই পরীক্ষা প্রকারান্তরে রাষ্ট্রীয় বা সরকারীভাবে মেধার স্বীকৃতি প্রদানের প্রাথমিক পর্ব। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী কাঙ্ক্ষিত এই বৃত্তি লাভ করিতে ব্যর্থ হয়। ইহার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে উচ্চ বিদ্যালয় সম্পৃক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় একই সঙ্গে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা। দেখা গিয়াছে তাহাদের অংশ গ্রহণের কারণে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যথাযথ মানসম্পন্ন নম্বর পাইয়াও কাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি বা সরকারী প্রাথমিক বৃত্তি পাইতেছে না। ইহাতে জীবনের শুরুতেই সে হতাশায় আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। আরো পর্যালোচনা করিলে সহজেই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত উচ্চ বিদ্যালয় সম্পৃক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিমত্তা, মেধা ও মানসিক গঠনের অমিল, অসামঞ্জস্য অনুধাবন করা যায়। কেননা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে যেসব ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাহাদের অধিকাংশেরই বয়স ৮ বৎসর। (অর্থাৎ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী) কিংবা ইহারও চাইতে বেশী বয়সের। পক্ষান্তরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে কোন ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম নাই এবং এইখানে ৬ বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েরা অবাধে ভর্তির সুযোগ পাইতেছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্প বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক গঠন ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ বিদ্যালয় সম্পৃক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় ততটা সুদৃঢ় নহে। ইহা ছাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অধিদপ্তরও সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুধুমাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হউক। পাশাপাশি উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক কোটায় বৃত্তি প্রদান করা হউক। ইহাতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে তেমনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'ঝরিয়া পড়ার' হারও কমিয়া আসিবে। আশা করি কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

আবদুল গনি,
প্রধান শিক্ষক-ও সম্পাদক,
আইডিয়াল সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়,
মতিঝিল, ঢাকা ১০০০